

শত্রুর খোঁজে শেখ হাসিনা!

এক লোক সব কিছু খুঁত ধরতে ওস্কাদ। এমনকি নিখুত জিনিসের'ও। একবার এক দাওয়াতে রান্না নিখুঁত হলে তার মতামত ছিল, “পোলাও’এ লবন আর একটু বেশী হলে, কিন্তু স্বাদ’টা নষ্ট হয়ে যেত!!

সেই লোকের মত, কটর আওয়ামী বিরোধী ও আরো কটর বঙ্গবন্ধু বিরোধী বদরুদ্দিন ওমর ও আমেরিকা প্রবাসী বামপন্থী ‘টানেল ভিশন’ এর অধিকারী ফরহাদ মাজহার’দের সবসময়ই প্রিয় কাজ ছিল, প্রফেসর ইউনুসের সমালোচনা করা।

প্রফেসর ইউনুস আমাদের গর্ব, স্বাধীনতার পর, আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে গর্ব করার মত হাতে গোনা যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে প্রফেসর ইউনুসের নোবেল প্রাপ্তি অন্যতম। প্রফেসর ইউনুস এর সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকে নোবেল প্রাইজ কেন দেয়া হয় এই নিয়ে জ্ঞান দিয়েছেন। বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, এ আর এমন কি!!

১৫ কোটি লোকের, আমাদের বাংলাদেশ, এখন পর্যন্ত একটাও আলম্পিক মেডেল পায় নাই। ২০১০ সালে আমাদের একজন এভারেস্ট এর চুঁড়ায় উঠার পর সারা দেশে যে মাতামাতি তা আমাদের ক্ষমতার আর মানসিক এবং জ্ঞানের দৈন্যতার চরম ও লজ্জাজনক বহিঃপ্রকাশ। এভারেস্ট’এ এর আগে কয়েক হাজার লোক, এমনকি, ১২ বছরের বালক/বালিকা থেকে ৬৭ বছরের নানী/দাদি আরোহন করেছেন। প্লিজ নোবেল প্রাইজ এবং প্রফেসর ইউনুস এর সমালোচনা করআর আগে একটু চিন্তা করে দেখেন বাস্তবতা।

অনেকেই বলবেন যে, প্রফেসর ইউনুস আইনের উর্ধে নন। তা অবশ্যই ঠিক। তবে ব্যাপারটা হলো, আইন’কে নিজের গতিতে চলতে দেয়াই বাঞ্ছনীয়। বেশ কিছুদিন আগে যখন শেখ হাসিনা, প্রফেসর ইউনুস এর সমালোচনা করতে গিয়ে, প্রফেসর ইউনুস’কে সুদখোর মহাজন এর সাথে তুলনা করেছিলেন তখন আমি বেশ চমকে গিয়েছিলাম। আমাদের দেশে সরকার প্রধানের এই ধরনের মন্তব্য বিচার প্রক্রিয়াকে যে চরমভাবে প্রভাবিত করে তা সবারই জানা।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে আছে আর মাত্র দুই থেকে আড়াই বছর আর প্রতি দিন তার হাতে আছে ২৪ ঘন্টা সময়। এর মধ্যে দেশ চালানো, ৭১ এর ঘাতকদের বিচার, জেল হত্যা, বি ডি আর এর বিচার সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরী। এই সময় এতসব জরুরী বিষয় থাকা সত্ত্বেও কেন যে উনি প্রফেসর ইউনুস’এর ব্যাপারে নিজেকে জড়ালেন তা সত্যিই আমার মত অনেকেরই বোধগম্য নয়। আমি জানিনা এই ব্যাপারে কারা উনার পরামর্শদাতা। কেউ কেউ ভাবেন, শেখ হাসিনা এই সময়ে বন্ধুর পরিবর্তে শত্রুর খোঁজে নেমেছেন আর বদরুদ্দিন ওমর’দের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন!!!